তারিখ ..11 AUG 2016...
পৃষ্ঠা ...৪... কলাম ...২...

প্রথম আলো

শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে লিখিত নির্দেশনা

কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিতে তাগিদ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন সরকারি কলেজগুলোকে সংশ্লিষ্ট এলাকার সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে তাগিদ দিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। একই সঙ্গে এ বিষয়ে একটি সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা দিতেও বলা হয়েছে।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে লিখিতভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়। দুই বছরেও প্রধানমন্ত্রীর এই নির্দেশনা বাস্তবায়ন না করায় এই তাগিদ দেওয়া হয়েছে বলে সরকারের উচ্চপর্যায়ের সূত্র জানিয়েছে। ২০১৪ সালের ৩১ আগস্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিদর্শনে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী এই নির্দেশ দিয়েছিলেন।

জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গত মঙ্গলবার *প্রথম আলোকে* বলেন, বিষয়টি আটকে গেছে, তা ঠিক নয়, এ বিষয়ে প্রক্রিয়া চলছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের পর ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) উদ্যোগে কলেজগুলোকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নেওয়ার ব্যাপারে এক জরুরি সভা ডাকা হয়েছিল। সভায় স্নাতক সম্মান (অনার্স) পড়ানো হয়, এমন সরকারি কলেজগুলোকে সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছিলেন দেশের প্রায় সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেওয়া নির্দেশের সঙ্গেও কেউ দ্বিমত পোষণ করেননি। ওই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে এ বিষয়টি বাস্তবায়নের জন্য একটি কমিটিও করা হয়। ইউজিসির তৎকালীন সদস্য অধ্যাপক মোহাব্বত খানকে আহ্বায়ক করে করা এই কমিটিতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন উপাচার্যকেও রাখা হয়। কিন্তু ওই কমিটি আর এগোয়নি। উপরন্তু মোহাব্বত খানের দায়িত্বের মেয়াদও শেষ হয়ে যায়।

সরকারি সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রীর এই নির্দেশনা বাস্তবায়ন না হওয়ার বিষয়টি গত ১২ জুন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় আলোচনা হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক নীলুফার আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় জানানো হয়, প্রধানমন্ত্রীর এই নির্দেশনা বাস্তবায়নে উপাচার্যদের নিয়ে সভা করা হয়েছে এবং এ জন্য কী পরিমাণ জনবল প্রয়োজন, তা জানানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পত্র দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই কাজ ধীরগতিতে চলছে বলে সভায় আলোচনা হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয়, এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করবেন। এই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৬ জুন শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা দেওয়া হয়।

দেশের স্নাতক পর্যায়ের মোট শিক্ষার্থীর প্রায় অর্ধেক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ২ হাজার ১৯১টি কলেজে পড়ছেন। সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে সম্মান পড়ানো হয় প্রায় ৭০০ কলেজে। বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলোতে প্রায় ২০ লাখ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছেন। শিক্ষার্থী ও কলেজের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এত চাপ সামলাতে পারছে না। এমন প্রেক্ষাপটে সরকারি কলেজগুলোকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু এই উদ্যোগ আর এগোয়নি। তার বদলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২০১৪ সালে সেশনজট কমাতে 'ক্র্যাশ প্রোগ্রাম' ঘোষণা করে।

সরকারি কলেজগুলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তাগিদের বিষয়ে জানতে চাইলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ নোমান উর রশীদ গতকাল সন্ধ্যায় *প্রথম আলোকে* বলেন, রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত হলে সেটা মানায় বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে যা যা করার দরকার, তার প্রায় শতভাগই করে যাচ্ছে।